প্রথম আলো

তারিখ 01 JAN 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

# সম্পাদকীয়

## খুদে শিক্ষার্থীদের বিরাট সাফল্য

### এখন শিক্ষার মান বাড়ানোর দিকেই নজর দিতে হবে

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৯৮ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষায় পাসের গড় হার ৮৯ দশমিক ৯৪ শতাংশ হওয়া রেকর্ডই বটে। ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৯৫ দশমিক ৮০ শতাংশ। পরীক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক এবং সরকার—সবাই খুশি। আমরাও খুদে শিক্ষার্থীদের সাফল্যে তাদের অভিনন্দন জানাই। বাংলাদেশে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে, ফলও দিনে দিনে রেকর্ড গড়ছে; এটা অবশ্যই ইতিবাচক দিক।

পাসের হার বিপুল পরিমাণে বাড়ার পাশাপাশি জিপিএ-৫ পাওয়ার হারও সন্তোষজনক। ফলের এই পরিসংখ্যান সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত দেখা যায়, শহরের চেয়ে গ্রামের বিদ্যালয়ে এবং মধ্যবিত্তের চেয়ে নিম্নবিত্ত পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাসের হার কম থাকে। দারিদ্র্য, উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষা-সহায়তার অভাবই এর কারণ। তাই এবার প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী এবং ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীতে পাসের হার প্রায় নব্বই থেকে শতভাগ হওয়া মানে প্রান্তিক সমাজের সেসব শিশু আগের চেয়ে উন্নত পরিবেশ পাচ্ছে। এরই প্রতিফলন ঘটছে পরীক্ষার ফলে। তার মানে অনেক অসুবিধার মধ্যেও সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা শিক্ষার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসছে। নিশ্চয়ই এর প্রতিফলন ঘটবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে।

প্রশ্ন ওঠে, শিক্ষার হার বাড়ছে, ভালো ফলের অনুপাত বাড়ছে, কিন্তু মান বাড়ছে, না কমছে? বিশেষজ্ঞ ও ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত, পরিমাণে বাড়ার খেসারত হচ্ছে মানের অবনতি। অভিযোগ রয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও তার অধীন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পাসের হার বাড়ানোর দিকে যতটা মনোযোগ, তত মনোযোগ শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার মান বাড়ানোর দিকে নয়। এরই সঙ্গে জড়িত তাদের চিত্তের ও চিন্তার বিকাশ ঘটানোর প্রশ্ন। পাসের হার বৃদ্ধি সরকার ও অভিভাবকদের সন্তুষ্টি ঘটালেও শিক্ষার মান না বাড়লে আখেরে এই শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনে ও দেশের বিকাশে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ। পাসের হার ধরে রাখার পাশাপাশি প্রয়োজন মান বাড়ানোর দিকে নজর দেওয়া।